সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উপলক্ষে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম**-এর

বাণী

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও গৌরবময় দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাঙালি জাতি দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-অবিচার এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। এ দিনটি আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অমর স্মারক হয়ে আছে।

স্বাধীনতার ৫৫ বছর পূর্তিতে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষক, সেক্টর কমান্ডার, খেতাবপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম, বীরপ্রতিকবৃন্দকে, যাঁদের সাহসিকতা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এবং লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ নামের একটি অপার সম্ভাবনাময় নতুন রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস মূলত দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্তির পর থেকেই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতি ও শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ভিত্তি সুদৃঢ় করে। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে নতুন গতি দেয়। এরপর ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির গণরায় স্বাধীনতার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙালির ন্যায্য দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তারা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়, যা ইতিহাসে অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত। এই নৃশংস গণহত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত অধ্যায়। সেই সময় ২৬ মার্চ স্বাধীনতার মহানায়ক অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, অসীম ত্যাগ ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের কাঙ্খিত স্বাধীনতা। মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ প্রাণ উৎসর্গ করেন এবং দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম হারান। তাদের এই অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়েই আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছি।

স্বাধীনতা কেবল একটি রাজনৈতিক অর্জন নয়; এটি একটি জাতির আত্মপরিচয়, মর্যাদা ও সম্ভাবনার প্রতীক। মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের শিখিয়েছে ঐক্য, দেশপ্রেম, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন ও মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে একটি জাতি তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় হলো একটি অবাধ জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে একটি দক্ষ, মানবিক ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে।

আজকের তরুণ সমাজই আগামীর প্রত্যাশিত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, সততা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

স্বাধীনতা দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আবারও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করি অকুতোভয় সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে এ দেশকে মুক্ত করার জন্য অকাতরে প্রাণপাত করেছিলেন। বিনম্র চিত্তে স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

মহান স্বাধীনতার ৫৫তম বার্ষিকীতে আমি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

২৪ মার্চ ২০২৬
প্রশাসনিক ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

(প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম)
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত